এপিএস গ্রুপ ১০৬, পূর্ব ফায়দাবাদ, আটিপাড়া, দক্ষিনখান, ঢাকা-১২৩০।	পলিসির নাম ঃ **পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা**
	কার্যকর তারিখ ঃ ০১/০৬/২০১৬
	নবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৮ ইং **সংশোধনের তারিখঃ ০১/০৬/২০১৯ ইং**
	পরবর্তী নবায়নের তারিখঃ ০১/০৬/২০২০ ইং
এই পলিসি কার্যকর করার দায়িত্বশীল ব্যক্তি	**ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চেয়ারম্যান, মহাব্যবস্থাপক, ব্যবস্থাপক/ অফিসার কমপ্লায়েন্স, ওয়েলফেয়ার অফিসার এবং সংশ্লিষ্ট সকলে।**

পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা
ENVIRONMENTAL POLICY

পরিবেশ সংক্রান্ত নীতিমালা
(Environmental Policy)

নিম্নোক্ত নীতিমালা সমূহ পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত নীতিমালা হিসেবে বিবেচ্য হবে এবং এলাকা এ অবস্থিত অত্র কোম্পানীর সকল কারখানা এর জন্য প্রযোজ্য হবে। নীতিমালা সমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ

১। পরিবেশগত ছাড়পত্র ঃ

ক। প্রতিটি কারখানা চালুর পূর্বেই যথাযথ আবেদন পূর্বক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

খ। পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র জারীর তারিখ হতে ০১ (এক) বৎসর পর্যন্ড় বহাল থাকবে এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্ততঃ ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে নবায়নের জন্য আবেদন করতে হবে। নবায়নের জন্য পেশকৃত আবেদন পত্রের সাথে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স কার্য্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স জমা দিতে হবে ।

২। বায়ু দূষণ রোধ সংক্রান্ত নীতিমালা ঃ

ক। কারখানার অভ্যন্তরে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সম্মত গ্রহনযোগ্য মাত্রার পর্যাপ্ত বায়ু সঞ্চালন নিশ্চিত করতে হবে।

খ। কারখানার সৃষ্ট দূষিত ধোঁয়া দ্বারা পারিপার্শ্বিক বায়ু দূষণ করা যাবে না ।

গ। একান্তই দূষিত ধোঁয়া নিঃসরনের প্রয়োজন হলে তা নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, উহা যেন কারখানার শ্রমিক ও স্থানীয় জনসাধারনের স্বাস্থ্য হানির কারন না হয় ।

ঘ। গার্মেন্টস বর্জ্য ধোঁয়া স্বাস্থ্যসম্মতভাবে কর্মরত শ্রমিকদের নিকট থেকে যথাসম্ভব নিরাপদ দুরত্বে নির্গমন করতে হবে ।

ঙ। কারখানার বর্জ্য কেমিক্যাল হতে নিঃসরিত গ্যাস মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর বিধায় তা নিয়মিতভাবে অপসারন করার ব্যবস্থা করতে হবে ।

চ। লোকালয় বা জন সমাগমের স্থানে কোন কেমিক্যাল বা পচনশীল বর্জ্য ফেলা যাবে না ।

ছ। শ্রমিকদের স্বাস্থ্যসম্মত বাতাস প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে কারখানার ভিতরে বা কোন বদ্ধ স্থানে পর্যাপ্ত এক্সজষ্ট ফ্যানের ব্যবস্থা করতে হবে ।

জ। দূর্ঘটনা জনিত কারনে কখনো বায়ু দূষণ ঘটলে তা কারখানা ও স্থানীয় লোকজনকে দ্রুত অবগত করনের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে দূর্ঘটনার স্থান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করতে হবে ।

ঝ। গার্মেন্টস কারখানার সুইং সেকশনে উড়ন্ত তন্তুজ কণা ব্যাপকভাবে বায়ু দূষণ ঘটায়, বিধায় কার্যরত সকলকে অবশ্যই মাস্ক পরিধান করতে হবে ।

ট। এ ছাড়াও গার্মেন্টস বিভাগের সকল ফ্যাক্টরীতে কাজের সময় সকলকে মাস্ক পরিধান করতে হবে।

ঠ। বায়ু দূষণ ও এর প্রতিরোধ সম্পর্কে সকল স্ড়রের কর্মচারীদের অবহিত করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল সেকশন ইনচার্জগণ এ ব্যাপারে মূখ্য ভুমিকা পালন করবেন এবং নিয়মিত প্রচার ও প্রেষণার ব্যবস্থা করবেন ।

৩। <u>পানি দূষণ রোধ সংক্রান্ত নীতিমালা</u> ঃ

ক। কারখানায় কর্মরত কর্মকর্তা বা কর্মচারীদেরকে সার্বক্ষনিকভাবে সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হয় এবং তা পানির সুপেয়তা পরীক্ষা আইসিডিডিআরবি (ICDDRB) ও বুয়েট (BUET) হতে সংগ্রহ করা হয় ।

খ। কখনো স্থানীয় জনসাধারন বা সরকারী কর্তৃপক্ষ হতে অত্র কোম্পানীর বিরুদ্ধে পানি দূষণের অভিযোগ উত্থাপিত হলে পরিচালক তা দ্রুত রোধ করার ব্যবস্থা করবেন এবং পরবর্তীতে একটি তদন্ড় পর্ষদ গঠনের মাধ্যমে উহার সঠিকতা, কারণ ও প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন।

৪। <u>শব্দ দূষণ রোধ সংক্রান্ত নীতিমালা</u> ঃ

ক। কারখানার যে সকল মেশিন উচ্চ শব্দ সৃষ্টি করে সেগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন সেস্থানে কর্মরত বা আশেপাশের লোকদের ক্ষতিগ্রস্থ না করতে পারে ।

খ। যে সকল মেশিন চালনার সময় মানব দেহের গ্রহনযোগ্য মাত্রার (৮০ ডি বি) চেয়ে বেশী শব্দ সৃষ্টি করে, সে সকল মেশিনের অপারেটরদের উক্ত শব্দ মাত্রা প্রতিরোধকারী হেড সেট (Ear Drum) ব্যবহার করতে হবে।

ঘ। উক্ত মেশিন সন্নিবেশিত কারখানায় পরিদর্শনকারী দর্শনার্থী বা কর্মকর্তাগনের জন্য অতিরিক্ত আরো ০৫ (পাঁচ) টি হেড সেট (Ear Drum) সংরক্ষন করতে হবে ।

ঙ। সকল কারখানার ফ্লোরগুলোতে কোন ভারী যন্ত্র চালনা, ব্যবহার, সরানো বা প্রতিস্থাপনের সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, সৃষ্ট শব্দ যেন মাত্রাতিরিক্ত শব্দ দূষণ না ঘটাতে পারে ।

চ। কাজের সময় কর্মীরা অযথা গল্প, কথাবার্তা বা চেঁচামেচি করবে না। এতে উক্ত ফ্লোরে শব্দ দূষনের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ ব্যাপারে সেকশন ইনচার্জ, লাইনচীফ, সুপারভাইজারগণ প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখবেন ।

ছ। কারখানা এলাকায় যানবাহন সমূহের হর্ণ বাজানো সীমিত রাখতে হবে এবং মেইন গেটের পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যতিত অন্যান্য এলাকায় হর্ণ বাজানো নিষিদ্ধ ।

জ। একই বিল্ডিং বা ইমারতের বিভিন্ন ফ্লোরে গার্মেন্টস কারখানা ও শব্দ সৃষ্টিকারী কোন ইউনিট অবস্থান করলে সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এগুলো যেন শব্দ দূষণ সৃষ্টি করে অন্যান্য কারখানার কর্মীদের কাজে কোনরূপ অসুবিধা সৃষ্টি না করতে পারে ।

৫। <u>ঝুট ও অন্যান্য পচনশীল ও অপচনশীল বর্জ্যের অপসারন সংক্রান্ড় নীতিমালা</u> ঃ

ক। সকল গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রির ছেড়া/অবশিষ্ট বর্জ্য কাপড় বা ঝুট, পলিব্যাগ, কার্টুন ও অন্যান্য আবর্জনা বর্জ্য ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে জমা করতে হবে ।

খ। সকল ঝুট বস্ড়ায় ভরে জমা রেখে অতি সত্তর নিয়ম মোতাবেক বিক্রয় করতে হবে।

গ। পলিথিন জাতীয় কোন বর্জ্য পোড়ানো যাবে না বা নদীতে ফেলা যাবে না ।

ঘ। যে কোন ধরনের বর্জ্য, পচনশীল বা অপচনশীল বর্জ্য খোলাভাবে ফেলে রাখা যাবে না; কোন ঢাকনাযুক্ত বা ঢাকনাহীন ডাষ্টবিনে জমা করতে হবে ।

ঙ। ঝুট বিক্রির পর অবশিষ্ট বিক্রয় অযোগ্য আবর্জনা/বর্জ্য পদার্থ বর্জ্যবাহী গাড়ীতে করে বর্জ্য ডাম্প করার স্থানে ফেলে আসার ব্যবস্থা করতে হবে ।

চ। বিভিন্ন নির্মিতব্য বিল্ডিং/ইমারত অথবা কারখানার সংস্কারের কাজে ব্যবহৃত নির্মান সামগ্রীর উচ্ছিষ্ট আবর্জনা নির্মানকারী কোম্পানী/সংস্থার নিজ দায়িত্বে অপসারন করতে হবে ।

৬। <u>অপচয় রোধ নীতিমালা</u> ঃ

(ক) পানি ঃ

১। বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে এবং পানি যেখানে সেখানে ফেলা যাবে না। গণ্ডাস বা পেণ্ডট ধোয়ার জন্য অতিরিক্ত পানি নষ্ট করা যাবে না। পানির টেপ অবশ্যই বন্ধ রাখতে হবে।

২। বাথর ম বা টয়লেটের পানির কলগুলো ব্যবহারের পর অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে এবং কোথাও পানির পাইপে লিকেজ হলে তা কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে।

৩। হাত ধোয়ার বেসিনে এবং ডাইনিং হলে ব্যবহারের পর অবশ্যই পানির কল বন্ধ করে দিতে হবে।

(খ) বিদুৎ ঃ

১। যেখানে যতটুকু বিদুতের প্রয়োজন ততটুকু বিদুৎই ব্যবহার করবে। অপ্রয়োজনে বাতি, ফ্যান বা এসি চালু/খোলা রাখা যাবে না।

২। কখনো মেশিনের সুইচ অন করে মেশিন ত্যাগ করা যাবে না। মেশিন হতে উঠে গেলে অবশ্যই মেশিনের বিদুৎ কানেকশন অফ করে দিতে হবে।

৩। ছুটির পরে বা আহার বিরতির সময় অবশ্যই বাতি ফ্যান অফ করে দিতে হবে যাতে অযথা বিদুৎ ব্যয় না হয়।

৪। প্রয়োজনে এনার্জি সেভিং বাল্ব ব্যবহার করে বিদুৎ ব্যয় কমানো যেতে পারে।

(গ) কাপড় ঃ

১। কাপড় কাটার পূর্বে মার্কার ঠিক মত কাপড়ের সাথে বসেছে কি-না তা নিশ্চিত করতে হবে যাতে অযথা কাপড় নষ্ট না হয়।

২। কাপড় কাটার সময় ধীরে কাপড় কাটতে হবে যাতে কাপড় নষ্ট না হয়।

৩। কাপড় লে করার সময় সঠিক মাপ দিয়ে লে করতে হবে যেন অযথা কাপড় অপচয় না হয়।

(ঘ) এক্সেসরিজ ঃ

১। কাপড়ে এক্সেসরিজ লাগানোর পূর্বেই এর সঠিক রং, সাইজ ও অন্যান্য জিনিস নির্ধারণ করে এক্সেসরিজ লাগাতে হবে যাতে ভুল না হয় এবং বেশী না লাগে বা না বদলাতে হয়।

২। অতিরিক্ত এক্সেসরিজ গুলো যাতে এখানে সেখানে না পরে থাকে এবং এগুলো নির্দিষ্ট একটি পাত্রে রেখে পুণঃ ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) বস্তুর পুণঃ ব্যবহার ঃ

১। কারখানার অনেক জিনিস বা বস্তু আছে যা পুণঃ ব্যবহার করা যায়। সুতরাং ঐগুলি যাতে পুণঃ পুণঃ ব্যবহার করা যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন- সুতা, গামটেপ, পলিথিন ইত্যাদি।

২। কাগজ যথাসম্ভব উভয় পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে।

৭। <u>উপসংহার</u> ঃ

ক। শুধু প্রশাসনের পক্ষে এককভাবে পরিবেশ সংরক্ষন করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে সকল স্ড়রের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে মনোযোগী ও আন্ড়রিক হতে হবে।

খ। কারখানা এলাকায় দূর্ঘটনাজনিত কারনে অতি দ্র ত পরিবেশ বিনষ্ট হবার আশংকা থাকে বিধায় এ ব্যাপারে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। এ ছাড়াও প্রতিটি পণ্ড্যান্ট বা ফ্যাক্টরী দূর্ঘটনাজনিত কারনে পরিবেশ বিপর্যয় এড়াতে বিস্ড়রিত নির্দেশাবলী প্রণয়ন করবে এবং সংশিণ্টষ্ট সকলকে তা' নিয়মিত অবহিত রাখতে হবে।

গ। কোন সেকশন ইনচার্জ যদি কখনো খেয়াল করেন যে তার দায়িত্বাধীন এলাকা কোন পরিবেশ দূষণ করছে তবে তৎক্ষনাৎ তিনি তা এ.জি.এম (এইচ.আর,এডমিন এন্ড কমপ্লায়েন্স)-এর সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রতিকারের ব্যবস্থা করবেন ।

প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর	চেক প্রদানকারীর নাম ও স্বাক্ষর	অনুমোদনকারীর নাম ও স্বাক্ষর
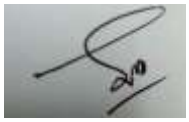	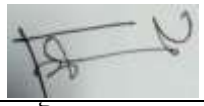	
মোঃ মনজুরুল হক সহ:ম্যানেজার (এইচ আর এবং কমপ্লায়েন্স)	**মেজর এইচএম ফরহাদ (অবঃ) জিএম(এডমিন, এইচ আর এন্ড কমপ্লায়েন্স)**	**মোঃ হাসিব উদ্দিন চেয়ারম্যান।**